করিয়া জড়প্রায় হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র(১)সত্বর হও, সত্বর হও। রাজা আর্য্যপুত্র সম্ভাষণ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল! অনন্তর শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! মৃণালবলয়ের সন্ধি (২) সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না; যদি তোমার মত হয়, অন্য প্রকারে সঙ্ঘটন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোমার যা অভিরুচি।

অনন্তর রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখব কি, কর্ণোৎপলরেণু (৩) আমার নয়নে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার মত হয় ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃতা হই বটে; কিন্তু তোমাকে অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কথনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতিভক্তিই চোরের লক্ষণ। অনন্তর রাজা শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহার মুখকমল উত্তোলন করিলেন। শকুন্তলা শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! শঙ্কা কি? এই বলিয়া শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

১ প্রাচীনকালে রমণীগণ পতিকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ২ যুক্ত স্থল, জোড়। ৩ ভূষণচ্ছলে কর্ণে পরিহিত পদ্মের রেণু।

কিয়ৎক্ষণ পরে শকুন্তলা কহিলেন, আর তোমায় পরিশ্রম করিতে হইবেক না ; আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে ; আর কোন অসুখ নাই। মহারাজ! তুমি আমার এত উপকার করিলে, আমি তোমার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না ; এজন্য অত্যন্ত লজ্জিতা হইতেছি। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি (১) মুখকমলের আঘ্রাণ লাভ করিয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা কহিলেন, সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে?

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে "চক্রবাকবধু (২)! রজনী উপস্থিত, এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও" এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা এই কথায় সঙ্কেত(৩)বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা আর্য্যা গোতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিয়াছেন। এই নিমিত্তই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চক্রবাক চক্রবাকীচ্ছলে আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে নির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম যেন পুনর্ব্বার দেখা হয়, এই বলিয়া লতাবিতানে ব্যবহিত (৪) হইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ (৫) কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গোতমী

---

১ সুগন্ধি, সুবাসযুক্ত। ২ পক্ষিবিশেষ। চক্রবাকমিথুন সান্ধ্য মিলনের পরেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি বিরহক্লেশ ভোগকরে—ইহা কবিপ্রসিদ্ধি। ৩ গূঢ় অর্থ। ৪ অন্তরিত। ৫ শান্তিপ্রদ মন্ত্রপূত বারিপূর্ণ।

লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম আজি তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজি বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া, কহিলেন বাছা! সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন, এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই! শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গোতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইল। পরিশেষে রাজা, গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহ (১) সমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিলে পর, একদিন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, সখি! শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহদ্বারা আপন অনুরূপ পতি লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সমাগমে (২) শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! সে সন্দেহ করিও না; তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর এক ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কার্য্য হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথমাবধিই এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, গুণবান্ পাত্রে কন্যাপ্রদান করিব। যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি? উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

---

১ বিবাহ। ২ সহবাসে, মিলনে।

এদিকে শকুন্তলা অতিথিপরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিয়া একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন। দৈবযোগে দুর্ব্বাসা (১) ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি অতিথি। শকুন্তলা রাজার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অপমান করিলি। তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা, ইহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবে বল। শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমিও এই অবকাশে কুটীরে গিয়া পাদ্য (২) অর্ঘ্য (৩) প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে তাহার

---

১ (ক-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ২ পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল। ৩ দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তির পূজার জন্য দুর্ব্বা, পুষ্প, চন্দন ও আতপতণ্ডুল মিশ্রিত জল।

নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সখি! জান ত, তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত কুটিলহৃদয়, তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন। তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। তখন তিনি কহিলেন, আমি যাহা কহিয়াছি, অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান (১) দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক; এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন, ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি প্রস্থানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইলেই স্মরণ হইবে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদিতনয়না, চিত্রার্পিতের ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্না হইয়া একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে? অনসূয়া কহিলেন, সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনেই থাকুক, কোন মতেই

---

১ স্মারক চিহ্ন।

কর্ণান্তর (১) করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ জলে নবমালিকা সেচন করে?

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে (২) প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "মহর্ষে! রাজা দুষ্যন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন।" মহর্ষি এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগত হইয়াছে। অনন্তর প্রফুল্ল বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অদ্যই দুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্ত্তৃসন্নিধানে (৩) পাঠাইয়া দিতেছি। অনন্তর, তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত

---

১ অপরের শ্রবণগোচর। ২ হোমাগারে, যে গৃহে হোমানল রক্ষিত হয়। ৩ স্বামীর নিকটে।

প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষাসমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য (১) উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের (২) সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমতি কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন,

---

১ চিত্তচাঞ্চল্য, কাতরতা। ২ পুষ্পোদ্‌গমের।
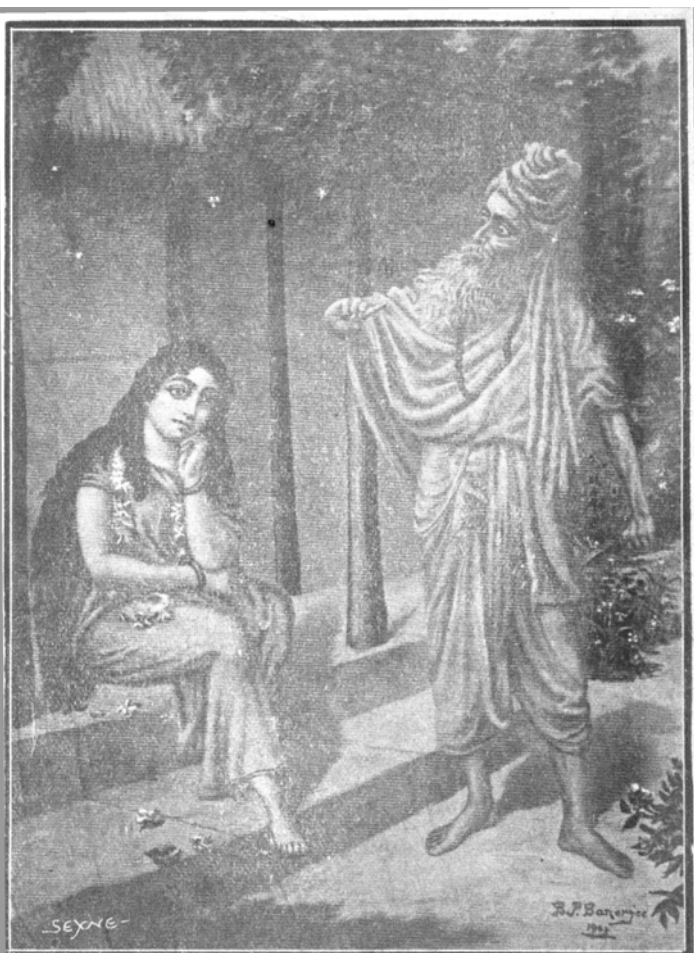
দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

'স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোমাকে স্মরণ করিবে না'।—৪৫ পৃষ্ঠা।

সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতরা হইতেছ এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ুর ময়ুরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে, কোকিল কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে (১) সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে বল? এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হয়ে তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণাগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলিবে

১ শকুন্তলার একটি প্রিয় লতার নাম।

না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ (১) হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক (২) আহার করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের (৩) ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। অনন্তর

১ গমনবন্ধ। ২ ধান্যবিশেষ,—'শ্যামা ঘাস'। ৩ ক্ষীরবৃক্ষ—অশ্বত্থ গাছ।

সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় (১) অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎ-ক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে, "আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ;" আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতে স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।"

কণ্ব, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ (২) নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজন-দিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য (৩) প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না, স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন (৪) করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী (৫) হইবে না, মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীত-কারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপা। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গোতমীই বা কি বলেন? গোতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যে গুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

---

১ পাদপ—পাদ (মূল) দ্বারা যে পান করে, অর্থাৎ রস গ্রহণ করে। ২ বার্ত্তা, সংবাদ। ৩ অনুকূলতা। ৪ কর্কশব্যবহার। ৫ বামচারিণী।

এইরূপে উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক্। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ্ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে, যে আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন, তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর (১) একাধিপতির (২) মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহিতপ্রভাব (৩) স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত (৪) ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও যাইবার সময় বহিয়া যায়।

---

১ পৃথিবীর। ২ একচ্ছত্রী সম্রাটের। ৩ অব্যহত-প্রতাপ। ৪ স্থাপিত।

সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় বলিয়া লও, আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীতা হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা, গোতমী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে, দুষ্যন্ত-রাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।

পঞ্চম অঙ্ক।

এক দিন রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে একান্তে (১) আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে (২) কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হংসপদিকা নামে এক পরিচারিণী সঙ্গিতশালায় অতি মধুর স্বরে এই ভাবের গান করিতে লাগিল, "অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে (৩) তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহাকে এক বারে বিস্মৃত হইলে কেন?"

হংসপদিকার গীত শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ (৪) হইলেন। কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন (৫) করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া মন এমন ব্যাকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ ব্যাকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য, সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুটরূপে (৬) জন্মান্তরীণ (৭) স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

---

১ নির্জ্জন স্থানে। ২ সরস বা সুখজনক কথা-বার্ত্তায়। ৩ আম্র-মুকুলে। ৪ চঞ্চলমনাঃ, ব্যাকুল। ৫ উপলব্ধি, নির্ণয়। ৬ অস্পষ্টভাবে। ৭ পূর্ব্ব-জন্ম সম্বন্ধীয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক (১) করিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী (২) আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বিনাম শ্রবণ-মাত্র অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র উপাধ্যায় (৩) সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে বেদবিধি-অনুসারে সৎকার করিয়া, স্বয়ং সমভিব্যাহারে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইসেন। আমি ইত্যবকাশে তপস্বিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ দান করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া রাজা অগ্নিগৃহে (৪) গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়াছে? কি কোন দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন অত্যন্ত আকুল হইতেছে। তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাকুল চিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হেতু প্রীত হইয়া মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

---

১ আন্দোলন। ২ ক-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৩ অধ্যাপক, আচার্য্য।
৪ হোমাগ্নি রক্ষা করিবার গৃহে।

তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন, ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে অতিশয় প্রীত হইতে হয় ও অত্যন্ত প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্রভাবই অবলম্বন করে! সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অনুদ্ধতস্বভাবই (১) হইয়া থাকেন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গোতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গোতমী কহিলেন, বৎসে! শঙ্কিতা হইও না; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক (২) করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ-লাবণ্যের মাধুরী কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই! রাজা কহিলেন, সে যাহা হউক, পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে

১ নম্র-স্বভাব। ২ সন্দেহ, আন্দোলন।

শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসনপরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, মুনিদিগের নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি রক্ষা-কর্ত্তা থাকিতে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য (১) হইয়া কহিলেন অদ্য আমার রাজ-শব্দ সার্থক হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা (২) পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন, আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি কহিয়াছেন, "আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি। আপনি সর্ব্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র। এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী (৩) অন্তঃসত্ত্বা (৪) হইয়াছেন, গ্রহণ করুন। গোতমীও কহিলেন, আর্য্য! (৫) আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলা আপন

১—৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ২ ভদ্রজনোচিত আলাপ ব্যবহার সকল। ৩ ধর্ম্মাচরণ-সঙ্গিনী—পত্নী। ৪ গর্ভবতী। ৫ মহাকুলসম্ভূত (রাজন্)

গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই। অতএব তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে?

শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন। রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা একবারে ম্রিয়মাণা (১) হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনি লৌকিক (২) ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও অত্যন্ত সাধুশীলা হয় তথাপি সে নিয়ত পিতৃকুল(৩)-বাসিনী হইলে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সে পতির অপ্রিয়া হইলেও তাহার পিতৃপক্ষ (৪) তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন, কই আমি ত ইহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদসমুদ্রে মগ্না হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততা আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে (৫) নিয়োজিত করিয়াছেন, অন্যে অন্যায় করিলে আপনাকে দণ্ডবিধান করিতে হয়। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের

---

১ মৃতপ্রায়। ২ সামাজিক। ৩ কুল=গৃহ। ৪ পিতা ও তাহার বন্ধুগণ। ৫ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত।

অপলাপে (১) প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন, আপনি আমাকে এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই, যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয় তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোনক্রমেই এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ(২) ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া, গোতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সংশয়ারূঢ় (৩) হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং কি প্রকারে ইঁহারে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি? বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় কি সর্ব্বনাশ! একবারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখসম্ভোগে কালযাপন করিব বলিয়া যত

১ অস্বীকারে। ২ কৃতকার্য্য অস্বীকার করাই যাহার কাজ,—নারাজ।
৩ সন্দিহান।

আশা করিয়াছিলাম, সমুদয় এককালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন মহর্ষি কেমন সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন! আপনি তাঁহার অগোচরে তদীয় অনুমতি নিরপেক্ষ (১) হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং কন্যাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান (২) করিয়া এরূপ সদাশয় মহানুভাবের (৩) অবমাননা করা মহারাজের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা ধীরস্বভাব ছিলেন। তিনি কহিলেন, অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ কহিলেন। এক্ষণে তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি (৪) জন্মে এরূপ কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। কিন্তু আত্মশোধন (৫) আবশ্যক, এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র!—এই মাত্র কহিয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া ভাবিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন আর আর্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করা অবিধেয়। (৬)

১ আদেশের অপেক্ষা না করিয়া। ২ অস্বীকার। ৩ উদার-স্বভাবের ৪ বিশ্বাস। ৫ স্বীয়দোষক্ষালন। ৬ অনুচিত।

এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, পৌরব(১)! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে সেইরূপ অমায়িকতা (২) দেখাইয়া ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট(৩) হইয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষাকালীন নদী তীরতরুকে পাতিত ও আপনার প্রবাহকে (৪) ও পঙ্কিল (৫) করে, সেইরূপ তুমি আমাকেও পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্যতা হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোন অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার শঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প (৬); কই কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন ম্লানবদনা ও বিষাদসাগরে মগ্না হইয়া, গোতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গোতমী কহিলেন, বোধ হয়, আঙ্গা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি (৭)" এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে ইহা তাহার এক উত্তম উদাহরণ।

রাজার এইরূপ ভাবদর্শনে ম্রিয়মানা হইয়া শকুন্তলা কহিলেন, আমি দৈবের প্রতিকূলতা (৮) বশতঃ অঙ্গুরীয়-প্রদর্শন বিষয়ে

১ পুরুবংশোদ্ভব। ২ সরলতা। ৩ ক্রুদ্ধ। ৪ স্রোতঃ। ৫ কর্দ্দমাক্ত। ৬ অভিপ্রায়, প্রস্তাব। ৭ উপস্থিত বুদ্ধি-বিশিষ্টা। ৮ বিরুদ্ধাচরণ।

অকৃতকার্য্য হইলাম বটে, কিন্তু এমন কোন কথা বলিতেছি যাহা শুনিলে অবশ্যই তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবেক। রাজা কহিলেন, এক্ষণে শুনা আবশ্যক। কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন, মনে করিয়া দেখ, একদিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়াছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙ্গা ছিল। রাজা কহিলেন, ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন, সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র (১) দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তুমি উহাকে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকট আসিল না। পরে আমি হস্তে করিলে সে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই স্বজাতীয়কে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তোমরা দুজনেই জঙ্গলা (২), এজন্য ও তোমার নিকটে আসিল।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্র স্বরূপ (৩)। গোতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ (৪)! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিতা, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানে না। রাজা কহিলেন, তাপসবৃদ্ধে! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিক্ষা করিতে হয় না। মানুষের কথা কি কহিব, পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনা-নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না,

১ পুত্ররূপে প্রতিপালিত। ২ অরণ্যবাসী, বন্য। ৩ বাধ্য করিবার মন্ত্রের ন্যায়। ৪ সৌভাগ্যশালিন্, হে মহাশয়।

অথচ কোকিলারা, কেমন প্রবঞ্চনা করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন, অনার্য্য! (১) তুমি আপনি যেমন অন্যকেও সেইরূপ মনে কর? রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! দুষ্যন্ত গোপনে কোন কার্য্য করে না। যখন যাহা করিয়াছে সমুদয়ই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী (২) করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ পাষাণহৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এই ঘটিবেক ইহা অসম্ভব নহে। এই বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা বিধেয় নহে। পরস্পর মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত (৩) হয়। শার্ঙ্গরবের এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপরে অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ (৪) আর যাহারা পর প্রতারণাকে বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবে! তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন,

১ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অভদ্র। ২ স্বচ্ছন্দচারিণী। ৩ পরিণত। ৪ অবিশ্বাস্য।

মহাশয়, আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবে? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া কহিলেন, "নিপাত"। রাজা কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে একথা অশ্রদ্ধেয় (১)।

এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন, শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলে প্রয়োজন কি? আমরা গুরুনিয়োগ (২) অনুষ্ঠান (৩) করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর! পত্নীর উপর পরিণেতার (৪) সর্ব্বোতোমুখী (৫) প্রভুতা (৬) আছে। এই বলিয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গোতমী, তিন জনে প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতরবচনে কহিলেন, ইনি ত আমার এই করিলেন তোমরাও আমাকে ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হইবেক। এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন, বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে। দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন; এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল? আমি বলি আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ লোচনে মুখ ফিরাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্তে (৭)! স্বাতন্ত্র্য (৮) অবলম্বন

১ অবিশ্বাস্য। ২ গুরুর আদেশ। ৩ প্রতিপালন, সম্পাদন। ৪ ভর্ত্তার, স্বামীর। ৫ সকল প্রকার। ৬ কর্ত্তৃত্ব, ক্ষমতা। ৭ পাপাচারিণি, পাপীয়সি। ৮ স্বাধীনতা।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা।

পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ইত্যাদি—পৃঃ ৫১।

রাজসভায় শকুন্তলা ।

অনার্য্য ! তুমি আপনি যেমন অন্যকেও সেইরূপ মনে কর ?—৬৩ পৃষ্ঠা ।

করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থই সেইরূপ হও, তাহা হইলে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর যদি তুমি মনে মনে আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া দাসী-বৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব এই স্থানেই থাক, আমরা চলিলাম; এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তপস্বীদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি উহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়; তাঁহারা প্রাণান্তেও পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না। দেখুন, চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরকীয়া (১) মহিলা আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্মভয়ে শকুন্তলাপরিগ্রহে (২) পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবিত নহে, আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের (৩) লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীই মিথ্যা বলিতেছেন, এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী (৪) হই।

১ অন্যদীয়, পরের। ২ শকুন্তলাকে (পত্নীরূপে) গ্রহণ করিতে।
৩ পাপের। ৪ অন্যের স্ত্রীর স্পর্শ বা গ্রহণ হেতু পাপযুক্ত।

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন, কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন, ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন এ কথা কেন? সিদ্ধপুরুষেরা কহিয়াছেন, আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত (১) হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন, ইঁহাকে গ্রহণ করিবেন নতুবা ইহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিয়াছে। রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদিগের অভিরুচি (২)। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইহাকে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখি। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবী বিদীর্ণ হও আমি প্রবেশ করি, আর আমি এ প্রাণ রাখিব না এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয়ই একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল? কি হইল? বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে (৩) আকুল (৪) বচনে কহিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে পর, সেই স্ত্রী আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে অপ্সরাতীর্থের (৫) নিকট আপন অদৃষ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল;

---

১ রাজচক্রবর্ত্তীর (সম্রাটের) লক্ষণযুক্ত। ২ অভিপ্রায়, প্রবৃত্তি।
৩ আশ্চর্য্যবিস্ফারিত চক্ষে। ৪ উদ্বেগপূর্ণ। ৫ খ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যে বিষয় প্রত্যাখ্যান করা গিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি? আপনি আপন আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অতএব শয়নাগারে (১) গমন করিলেন।

---

১ শয্যাগৃহে।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

নদীতে স্নান করিবার সময় রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ভ্রষ্ট হইবামাত্র এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্য গ্রাস করে। সেই মৎস্য কয়েকদিবস পরে এক ধীবরের জালে পতিত হয়। ধীবর খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিবার মানসে ঐ মৎস্যকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইল। অঙ্গুরীয় পাইয়া পরম আহ্লাদিত চিত্তে, এক মণিকারের আপণে(১)বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর নিশ্চয় করিয়া নগরপালকে(২) সংবাদ দিল; নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, অরে বেটা চোর! তুই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বল? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোকে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকিদারকে হুকুম দিলে, চৌকিদার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকিদার! আমি চোর নহি, আমাকে মার কেন? আমি

---

১ দোকানে। ২ কোতোয়ালকে।

কেমন করিয়া এই আঙ্‌টী পাইলাম বলিতেছি। এই বলিয়া কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট(১)হইয়া কহিল,মর্ বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসা করিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল বল? ধীবর কহিল, আজি সকালে আমি শচীতীর্থে (২) জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুইমাছ আমার জালে পড়ে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলাম তাহার উদরমধ্যে এই আঙ্‌টী ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আর আমি কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন, আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল অঙ্গুরীয়ে আমিষগন্ধ (৩) নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকিদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে এইখানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজ-বাটীতে গিয়া এই সকল ঘটনা রাজার গোচর করি; রাজা সকল শুনিয়া যেমত অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকিদারকে কহিল, অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নহে। অঙ্গুরীয়-প্রাপ্তিবিষয়ে যাহা কহিয়াছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর রাজা উহাকে অঙ্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া ধীবরকে বিদায় করিল এবং চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

---

১ ক্রুদ্ধ। ২ খ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৩ মৎস্যের গন্ধ (আমিষ=মাংস)।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শকুন্তলার পুনর্দর্শন-বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার ও রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা একবারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই ম্লানবদনে কালযাপন করেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন না। কেবল প্রিয়বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি (১) বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদ-বনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে যথার্থই, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে তবে তিনি উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? রাজা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন (২) ঘটিয়াছিল কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া কতই দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, কতই

১ নেত্রজল। ২ বুদ্ধিভ্রংশ।

অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎ-ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মাধব্যকে কহিলেন, ভাল আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম; তোমাকে ত সমুদয় কহিয়াছিলাম, তুমি কেন কথাপ্রসঙ্গে কোনও দিন শকুন্তলার কথা উথাপিত কর নাই? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! আমার দোষ নাই। তুমি সমুদয় বলিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলে, শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহাসমাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্ব্বোধ, তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আর সে কথা উথাপন করি নাই। বিশেষতঃ প্রত্যাখ্যান দিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরং, যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিতাম। রাজা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুলনয়নে গদ্গদ বচনে কহিলেন, বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! এরূপ শোকে অভিভূত (১) হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ সৎপুরুষেরা শোক-মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত (২) জনেরাই শোক-মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়েই বায়ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ কর।

১ কাতর, বিহ্বল। ২ ইতর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ নহি; কিন্তু মন আমার কোন ক্রমে প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া প্রস্থানকালে, অতিশয় কাতরতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হৃদয়ে বিষলিপ্ত শল্যের (১) ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই সময়ে তাঁহার প্রতি ক্রূরের (২) ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবেক না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাস-প্রদানার্থে কহিলেন, বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার শকুন্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সে আশা করি না। আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্বুদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! কোন বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের (৩) কথা কে বলিতে পারে? দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে, কাহার মনে ছিল!

ইহা শুনিয়া অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া,

---

১ বিষাক্ত শেল বা বাণের। ২ নিষ্ঠুরের (মত)। ৩ বিধিলিপির, (যাহা অবশ্যই ঘটিবে)।

কি নিমিত্ত, পুনরায় সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন, রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন কালে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! কত দিনে আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি অক্ষর গণিবে। গণনা সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমার লোক আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। প্রিয়ার নিকট সরলহৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু মোহান্ধ হইয়া একবারেই বিস্মৃত হইয়া যাই।

তখন মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল? রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে, সলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করিয়াছিল। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি এই অঙ্গুরীয়কে যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন, অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল বল? অথবা তোরে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ অচেতন ব্যক্তি কখন গুণগ্রহণ করিতে পারে না; নতুবা আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে চতুরিকানাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক (১) আনয়ন করিল রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে কহি-লেন, বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রদর্শন করি-য়াছ! দেখিয়া কোনক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ-লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে (২) কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন, সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহাকে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত (৩) হইয়াছে। এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন, চতুরিকে! বর্ত্তিকা (৪) ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস। অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! আমি স্বাদুশীতলনির্ম্মলজলপূর্ণ (৫) নদী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় (৬) পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যেরূপে হরিণগণকে তপোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ

১ পট বা তক্তা—যাহার উপর ছবি অঙ্কিত করা হয়। ২ বদনকমলে। ৩ প্রকাশিত। ৪ তুলিকা। ৫ সুমিষ্ট ঠাণ্ডা ও বিশুদ্ধ জল বিশিষ্ট। ৬ মরীচিকায়—মরুভূমিতে রবিরশ্মিজাত জলবিভ্রমে।

করিতে এবং হংসগণকে মালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া ছিলাম সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; প্রথম দর্শন দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে. এমন সময়ে প্রতিহারী (১) আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করিল। রাজা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পাঠ করিয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক বণিক্ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত, অমাত্য (২) আমাকে তাহার সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ (৩) করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নাম লোপ হইল, বংশ লোপ হইল, এবং বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জ্জিত অর্থ অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর (৪) হইলে আমারও বংশ, নাম ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ

১ দ্বারপালিকা। (পুং—প্রতিহার)। প্রাচীন কালে ভারতীয় নরপতি দিগের দ্বারপালের কার্য্যে নিম্নশ্রেণীর রমণীগণ নিযুক্ত হইত। ২ মন্ত্রী। ৩ নিজের হস্তগত। ৪ পরলোকে গমন—মৃত্যু।

দাও কেন ? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার পুত্রমুখাবলোকনের আশা নাই।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা, অপুত্রতানিবন্ধন (১) শোক সংবরণ করিয়া প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে, তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্বা থাকিতে পারেন, অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল,মহারাজ ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর (২) কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্তঃসত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যের সহিত পুনর্ব্বার শকুন্তলা-সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসন-পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! দেবরাজ যদর্থে (৩) আমাকে আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির (৪) সন্তান দুর্জ্জয় নামে কতকগুলা দুর্দ্দান্ত (৫) দানব দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত আপনাকে দেবলোকে গিয়া দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে

১ পুত্রাভাবহেতু। ২ শেঠের,—বণিকের। ৩ যে জন্য।
৪ ক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৫ দুর্দ্দমনীয়।

হইবেক। রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। পরে মাধব্যকে কহিলেন বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়ৎদিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তিনিই একাকী সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া, ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অঙ্ক।

রাজা দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্যসমাধানের পর, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখুন, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার (১) করেন, আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হই। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হন। দেবরাজও স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় সঙ্কুচিত হন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিবেন না, বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন তাহা মনোরথেরও অগোচর (২)। দেখুন, সমাগত সর্ব্বদেবসমক্ষে, অর্দ্ধাসনে (৩) উপবেশন করাইয়া স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানবজয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে আজি কালি মহারাজের ভুজবলেই

---

১ সমাদর। ২ বাসনারও অতীত। ৩ আসনের একাংশে।

দেবলোক নিরুপদ্রব রহিয়াছে। রাজা কহিলেন,আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি সে দেবরাজেরই মহিমা। নিযুক্তেরা (১) প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে অরুণ (২) কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন? তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিনয় সদ্‌গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত(৩)হইয়া, কিয়ৎদূর আগমন করিয়া রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট (৪) পর্ব্বত কিন্নর (৫) ও অপ্সরাদিগের (৬) বাসভূমি, তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ (৭) এই পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবানকেও প্রদক্ষিণ (৮) করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে, চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। অতএব আপনি রথ স্থির করুন, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

---

১ যাহারা নিয়োগ বা আদেশ অনুসারে কার্য্য করে। ২ সূর্য্যের সারথি। বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসজাত পুত্র; গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ৩ আবিষ্ট, ব্যাপৃত। ৪ হিমালয়ের উত্তরে স্থিত পর্ব্বত। ৫ অশ্বমুখ দেবযোনি বিশেষ—দেবলোকের গায়ক। ৬ উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যা। ৭ ক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৮ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পূজ্যব্যক্তিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক প্রণাম ও বন্দনা।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন অংশে ভগবানের (১) আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অতিদূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎদূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমরাকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন, তিনি এক্ষণে নিজপত্নী অদিতিকে (২) ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষ-মূলে অবস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন নিজহস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, "বৎস! এত দুর্ব্বৃত্ত (৩) হও কেন" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক (৪) করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের (৫) স্থান নহে। এই অরণ্যে

---

১ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্গুণ সম্পন্ন ঋষির
২ ক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৩ অশিষ্ট। ৪ আলোচনা, আন্দোলন।
৫ অশিষ্টাচারের।
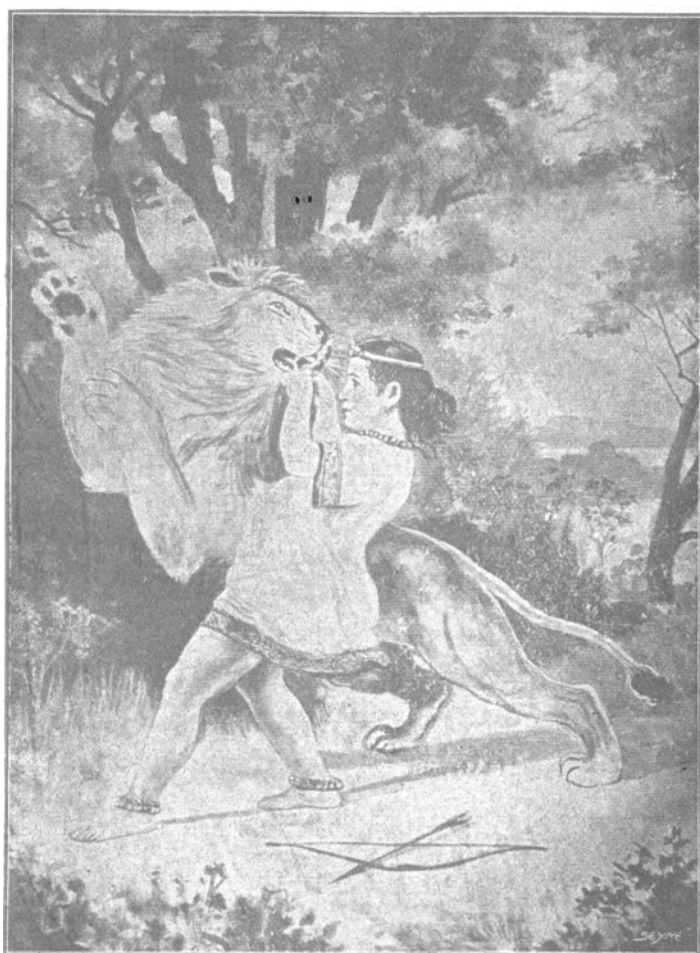
সর্ব্বদমন (ভরত) ও সিংহশিশু—পৃঃ ৮১।

আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে বধ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহ-শাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দি।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক রুষ্ট হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহাকে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপরা তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটির ময়ূর আছে শীঘ্র লইয়া আইস। তাপসী মৃন্ময় ময়ূর আনায়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহের আবির্ভাব হয়,

আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদুমধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধ-বিনির্গত দন্তগুলি দর্শন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত হইয়া বালক কহিল, এখনও ময়ূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ (১) হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ (২)

১। হস্তাকর্ষ; হস্তে দৃঢ় ধারণ। ২। তপোবনে অনুষ্ঠানের অযোগ্য নিষ্ঠুর ব্যবহার।

করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নহে। রাজা কহিলেন, বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়, কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই, এইজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরের পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে তাহা বলা যায় না।

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অতিশয় শান্ত স্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয় সন্তান নিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা, প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

অনন্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে। অতএব এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী, অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে

লাগিলেন,পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ (১) এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক? রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা, পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আর, আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়াছি তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য (২) দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর

১। (শকুন্তলা মেনকার গর্ভজাত কন্যা। ১৩ শ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ২ শকুন্তের (পক্ষীর) লাবণ্য (কান্তি) অর্থাৎ ময়ূরের চিক্কণ সৌন্দর্য্য।

নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল (১); শকুন্তলাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার মাতার নাম শকুন্তলা।

সমুদয় শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় (২) ভ্রান্ত হইয়া নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আলোচনা করিতেছি। এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এই নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; লোচনযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, মা! ও কে, ওকে দেখিয়া তুই কাঁদিস কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ বচনে কহিলেন, বাছা!

---

১ মাতার প্রতি অনুরক্ত বা স্নেহযুক্ত। ২ মৃগতৃষ্ণা, মরীচিকা, তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণে জলবৎপ্রতীয়মান বালুকায় মৃগের ভ্রান্তি; (এস্থানে) বৃথা আশায়।

ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগসংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল ঘটনা স্মরণ হইয়াছিল। তদবধি আমি কি অসুখে কালযাপন করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। আজি আমার কি সৌভাগ্যের দিন বলিতে পারি না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ (১) পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

এই বলিয়া উন্মূলিত (২) তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তেব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ। তোমার দোষ কি; আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যান কালে তোমার লোচনদ্বয় হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার অশ্রুমোচন করিয়া

১ পরিত্যাগজনিত মনের খেদ। ২ সমূলে উৎপাটিত।

দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর, দুঃখাবেগসংবরণ করিয়া শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিবে সে আশা ছিল না। অতএব কিরূপে আমি পুনরায় তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমাকে যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে আদ্যোপান্ত (১) সকল বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ও তোমার অঙ্গুলিতেই থাকুক। আর আমার উহা ধারণ করিতে সাহস হয় না।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মাতলি আসিয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র!

১ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকটে যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দূষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত (১) করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, "বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে (২) অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। উভয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! শকুন্তলা আপনার সগোত্র (৩) মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। আমি মহর্ষির তপোবনে মৃগয়াপ্রসঙ্গে (৪) উপস্থিত হইয়া, গান্ধর্ব্ববিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে উনি যৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল যে ইঁহাকে চিনিতে পারি নাই। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া

১ অষ্টাঙ্গে প্রণাম; অঙ্গাষ্ট যথা—জানু, পদ, হস্ত, বক্ষঃ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ। ২ অবাধ প্রতাপে। ৩ একই বংশ সম্ভূত। ৪ শীকার উপলক্ষে।

আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক এবং যাহাতে মহর্ষি কণ্ব আমার উপর ক্রোধ না করেন তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় মগ্না হইয়া কুটীরে উপবিষ্টা ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া ছিলে সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া, তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া যান যে "তুমি যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া অতিথির অবমাননা করিলে সে কখনই তোমাকে স্মরণ করিবে না।"

তুমি সেই অভিশাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তখন তিনি কহিলেন, এ অভিশাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে, যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলে স্মরণ করিবেন। অনন্তর রাজাকে কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপবিমোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়দর্শনমাত্র শকুন্তলার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া রাজা কহিলেন, ভগবান্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যই তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্নপূর্ব্বক আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজি ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে, আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষোভ থাকিত।

পরে কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা (১) হইয়া উত্তরকালে (২) ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার (৩) করিয়াছেন তখন ইহাতে কিনা সম্ভব হইতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ দানার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহুদিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া,

১ পালন কর্ত্তা বা স্বামী। ২ ভবিষ্যতে। ৩ জাতকর্ম্ম ইত্যাদি।

দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক পত্নী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমসুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

ক

অদিতি—ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষপ্রজাপতির কন্যা।

কশ্যপ—ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র। মারীচ। দেবতাগণ এই অদিতি ও কশ্যপ হইতে উৎপন্ন।

কঞ্চুকী—(কঞ্চুকীন্)—অন্তঃপুর-চর, সর্ব্বকার্য্যার্থ-কুশল, নানাগুণ-বিভূষিত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারী। রাজা দুষ্যন্তের কঞ্চুকীর নাম বাতায়ন।

কণ্ব—২পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কালনেমি—শতবাহুবিশিষ্ট দানব বিশেষ। ইহার উৎপীড়নে দেবতাগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলে নারায়ণ ইহাকে বিনাশ করেন।

গোতমী—১৪পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় নরপতি—সশরীরে স্বর্গে যাইতে কামনা করিয়া বশিষ্ঠকে যজ্ঞে বরণ করেন। পশ্চাৎ কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ অভিসম্পাত করাতে তাঁহার চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। পরে বিশ্বামিত্রানুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রভাবে রাজা স্বর্গে আরোহণ করিতে থাকেন। এমন সময়ে দেবরাজের প্রভাবে নিম্নাভিমুখে পতিত ত্রিশঙ্কুকে বিশ্বামিত্র অন্তরীক্ষে স্থাপন ও রক্ষা করেন।

দুর্ব্বসা—অনসূয়ার (শকুন্তলার সখী নহে) গর্ভজাত অত্রিমুনির পুত্র। ইনি শঙ্করের অংশজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোপন-স্বভাবের জন্য ইনি সর্ব্বত্র বিদিত।

দুষ্যন্ত বা দুষ্মন্ত—চন্দ্রের পুত্র বুধ। এই বুধের বংশধরগণই চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া আখ্যাত। দুষ্যন্ত বুধ-বংশধর পুরু হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অন্তর। হস্তিনাপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল।

ভরত—মহর্ষি মারীচের আশ্রমে বাল্যেই সর্ব্ববিধ দুর্দ্দমনীয় জন্তুকে দমন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তথায় সর্ব্বদমন নামে অভিহিত হইতেন; পরে ভরত নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইঁহার নামানুসারেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

মাধব্য—রাজা দুষ্যন্তের বিদূষক। (বিদূষক কুসুম অথবা বসন্তাদি ঋতু অনুযায়ী নামে অভিহিত হইবে; কাজকর্ম্ম, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, এবং হাবভাবে হাস্যোৎপাদন করিবে, কলহপ্রিয় ও ভোজন-পটু হইবে)।

বিশ্বামিত্র—১২পৃঃ পাদটীকা।

খ

অপ্সরাতীর্থ—অন্যনাম শচীতীর্থ। হস্তিনাপুরীর নিকটে যমুনায় জলাবতরণ স্থান। সাধুদিগের স্নানকালে অপ্সরাগণকে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত থাকিতে হইত বলিয়া এস্থান অপ্সরাতীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে।

গোতমী—১৩ পৃঃ পাদটীকা।

মালিনী—হিমালয়ের পাদদেশে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী। অধুনা উহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না।

সোমতীর্থ—প্রভাসতীর্থ। সোমদেব (চন্দ্র) তাঁহার শ্বশুর দক্ষের অভিসম্পাতে যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া গুজরাটের উপকূলে বর্ত্তমান সোমনাথ ক্ষেত্রের নিকটে অধোমুখে ঊর্দ্ধপাদে তপস্যা করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই উহার নাম সোমতীর্থ হইয়াছে।

হেমকূট—পুরাণমতে ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ, তৎপরে হেমকূট পর্ব্বত।

গ

৩৭ পৃঃ অকপট—Sincere
৪৭ অগ্নিগৃহ—Fire-Sanctuary
৬ অঙ্গুলি সংকেত—Beckoning with fingers
৭৪ অঙ্গসৌষ্ঠব—Beauty of make
৫০ অঞ্চল—End (of a garment); Skirt
৪৫ অতিথি পরিচর্য্যা—Attention to guests
৯ অতিথিভাবে—In the guise of a guest
১০ অতিথিবিশেষ—A guest of distinction
৩ অতিথিসৎকার—Hospitality
৫৪ অনতিপরিস্ফুটরূপে—Vaguely
২১ অনায়াস সাধ্য—Easy to be accomplished
৪৭ অনির্ব্বচনীয়—Indescribable
৭৭ অনুগৃহীত—Favoured
৭৩ অনুতাপানল—Fire of repentance
৫৪ অনুধাবন করিতে—To ascertain

৪৬ অনুনয়—Entreaty.
২৮ অনুল্লঙ্ঘনীয়—Not to be disobeyed ; Imperative.
৬৪ অনুষ্ঠান করিয়াছি—Executed.
৫৯ অপলাপ—Denial
২৫ অপ্রগল্ভস্বভাবা—Bashful ; modest
৫২ অপ্রতিহতপ্রভাব—Of irresistible might.
৮৯ অপ্রতিহত প্রভাবে—With undisputed authority,
৮৪ অপ্সরাসম্বন্ধে—On account of (her) connection with the Apsaras
৪৬ অভিজ্ঞান—Souvenir
৭১ অভিভূত—Overwhelmed
১ অভিসন্ধি—Motive
৪৫ অর্ঘ্য—A respectful offering (to a god or venerable person)
১০ অর্ঘ্যপাত্র—A vessel containing offerings
২০ অলৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী—Having or displaying uncommon amorous playfulness. Extraordinarily winsome
৫৬ অবগুণ্ঠনবতী—Veiled
৮১ অবিকৃতচিত্তে—Without showing temper ; Meekly
৮০ অবিনয়ে—Of wantonness
২৬ অবিনশ্বর—Inexhaustible ; Imperishable
৬ অবিবেচক—Wanting in discrimination ; Indiscreet
৯ অশিষ্ট—Uubecoming ; Rude
১২ অসঙ্কুচিত চিত্তে—Unreservedly
২৫ অসভ্য—Unfamiliar with polite society ; Coarse
২৪ অসুলভরূপনিধান—Of rare beauty
১২ আকার—Appearance
৩৫ আত্মগুণাবমানিনী—She who underrates herself
৬০ আত্মশোধন—Self-vindication
৭৫ আত্মসাৎ করিতে—To appropriate
৪৪ আয়াস—Efforts
২ আর্ত্তের—Of the distressed
১৪ আর্য্যা—Venerable
৫ আলবাল—A basin for water dug round the root of a tree
৩৯ আবৃতশরীরা—Concealed
২৩ আশ্রমললামভূতা—The ornament of the hermitage
৭২ আশ্বাস প্রদানার্থে—To cheer (him) up
৮৭ আস্তেব্যস্তে—Gently and anxiously
১২ ইঙ্গিত—Gestures
৩ ইঙ্গুদী—A kind of tree (bearing nutlike fruits yielding oily juice)
৫৫ ইত্যবকাশে—In the meantime
৩২ উত্তরোত্তর—Gradually ; by degrees ; Increasingly

৮৬ উত্তরোত্তর—One after another

৭ উৎসুকনয়নে—With wistful eyes

৫৪ উন্মনাঃ—Agitated; Anxious

১ উপক্রম—Attempt

২৫ উপবন—Pleasure garden

৪৩ উপশম—Relief

৪৯ উৰ্দ্ধমুখ—with face upturned

৫৪ একান্তে—In privacy

৫৯ ঐশ্বর্য্যমদ—Pride of wealth

২৫ কন্যানিধান—Jewel of a girl

৪৪ কন্যাপ্রদান—Giving away the daughter in marriage

৪৩ কমণ্ডলু—Water pot (used by ascetics)

৪১ কর্ণোৎপলরেণু—Pollens of lotus (put on) on the ear

৬ কলঙ্কসম্পর্কেও—Notwithstanding the spots on it

৬১ কল্প—Proposal

১৩ কারুণ্যরস—Feeling of tenderness; Pathos

৪৬ কুটিলহৃদয়—Crooked. Malevolent; Cross-grained

২০ কুব্জভাব—Posture of a hump-back

১৭ কুরবক—Red amaranth

২৭ কুলব্রত—A family avocation

২৮ কুসুমপ্রসব—Blossoming

৫৫ কৃতাঞ্জলিপুটে—With folded palms

৪০ কৃতার্থম্মন্যচিত্তে—Feeling fully gratified

১১ কৌতূহল—Curiosity

১২ কৌমারব্রহ্মচারী—Leading the life of ascetic; Celibacy

১১ গম্ভীরাকৃতি—Of grave aspect

৬৪ গুরুনিয়োগ—The preceptor's commission

২৮ চপল স্বভাব—Fickle

২১ চিত্তবৃত্তি অনুবর্ত্তন—Sail close to the humour

৭৪ চিত্রফলক—Picture-board

৪৬ চিত্রার্পিতের ন্যায়—Like one committed to a picture, or painted. Like an image

২৪ জন্মান্তরীণ—Of the preceding life; Of former birth

৮২ জব্দ করিবে—Will teach (you) a lesson

১২ জীবিত সর্ব্বস্ব—Most valuable possession——almost his life; His life's treasure

১৩ জ্যোতির্ম্ময়—Radiant

৬২ ঠোঙ্গা—Vessel

১০ তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে?—Do your devotions prosper?

৩০ তপস্বিকার্য্যানুরোধে—To do the biddings of the hermits

৩ তপস্বী—Hermit; Anchorite

৩ তপোবন—Hermitage

১৭ তপোবন-পীড়া-পরিহারের—To avert the disturbance to the penance-grove

১০ তপোবন বিরুদ্ধ—Inconsist-

ent with the holy-grove
৬১ তীরতরু...Riparian tree
২ দীর্ঘায়ুরস্তু...Long live (the king.)
৭৬ দুর্দান্ত—Indomitable
৩ দুর্দৈব শান্তির...To avert (her future) misfortune
৪৪ দৈব...Chance
৪৭ দৈববাণী...A voice from heaven
১১ ধর্ম্মাধিকারে...In the administration of justice
১৬ ধর্ম্মারণ্য...Sacred or penance grove ; Forest inhabited by ascetics
৫৮ ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্যে...In defending religion
৬৯ নগরপাল...The superintendent of city police.
২২ নরনাসিকালোলুপ···Greedy of the human nose
৭ নবপল্লব...Tender spring
৫ নবমালিকা-কুসুম-কোমলা... Delicate like jasmine
৮৫ নামাক্ষর...Letters of the name
৩১ নিকুঞ্জবন...Bower ; Arbour
৬৪ নিপাত...Ruin
২২ নিপান...Reservoir of water ; pool
৩ নীবার...Wild-paddy.
১৯ নিযুক্তেরা...Employees
৩৫ নির্ম্মাল্যচ্ছলে...By way of remains of offerings (to the gods)
৭৪ নৈপুণ্যপ্রদর্শন...Display of art.
৬৫ পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী...Polluted by the touch of another's wife
৪৯ পরাঙ্মুখ...Uuwilling
১৫ পল্বল...A small pool or pond
৪৫ পাদ্য...Water for washing the feet
৪৬ পাপীয়সী...Sinful one
২৩ পিণ্ডখর্জ্জুর...Cake of dried dates.
৬৮ পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল... Pinioned
৪৪ পুষ্পচয়ন...Culling flowers.
৩৮ পৃথিবীনাথ...Lord of earth.
২৫ প্রণয়পত্রিকা...Love-letter
৫১ প্রতিকূলচারিণী...Acting hostilely
১ প্রতিসংহার করা...Withdraw
১১ প্রতীতি...Confidence
৬০ প্রত্যাখ্যান...Refuse
৬১ প্রত্যুৎপন্নমতি...Ready-witted
৪৬ প্রভাব...Power
১১ প্রভাবশালী...Magestic; Dignified.
৭০ প্রমোদবন—Pleausre garden
৬২ প্রবঞ্চনা-নৈপুণ্য...Subtlety of deception
১৫ প্রসাদচিহ্ন-স্বরূপ—As a mark or token of favour.
৪০ প্রিয়াশূন্য—Vacated by my love

৪ ভবিতব্য—Destiny
৪৬ মগ্না...Absorbed
৬৮ মণিকার...Jeweller
৪১ মনোরথ—Desire
৬৯ মর্ বেটা—Ah, you rogue !
৬০ মহানুভাবের...Of (the) noble (sage)
৪৬ মহিমা...Glory ; Greatness
১৩ মায়াজাল—Net of fascination.
৪১ মুখকমল } —Lotus-like
মুখারবিন্দ } face
২০ মুগ্ধ—Lovely, charming
৯ মুগ্ধ-স্বভাবা—Of charming behaviour ; Artless.
৭৪ মৃগতৃষ্ণিকা...Mirage
২৯ যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণার্থে—To ward off the impediments to sacrifices.
৪৭ যৎপরোনাস্তি...Exceedingly
২ যে আজ্ঞা, মহারাজ...As it pleases your Majesty.
২ রশ্মি সংযত করিয়া...Drawing up the reins.
৭০ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা—Conduct of state affairs
২২ রোমন্থ—Ruminating ; Chewing the cud
৫৯ রোষবশা—Showing temper
২৩ লতামণ্ডপ...Arbour ; Bower
৩০ লাবণ্যময়ী ছায়া...Lovely complexion ; Beauty.
৩৫ লিখন সামগ্রী—Writing materials
৬২ বশীকরণ মন্ত্র...Charms.
৩৪ বাক্‌কলহ...Altercation.
৭১ বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায়...Like one dumb-founded
১৯ বিকলাঙ্গ—Cripple
৪ বিনীতবেশে—In humble attire.
৮৬ বিরহকৃশা...Emaciated on account of separation
৭২ বিষলিপ্ত শল্য...Poisoned shaft.
৬৬ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে...With eyes dilated with surprise
৫ বৃক্ষ বাটিকা—Grove of trees
১১ ব্যবসায়—Occupation
৩১ ব্যবহিত—Concealed
২২ ব্যসন—Vice
৯ ব্যস্ত-সমস্ত—Ruffled ; Agitated.
৫০ ব্রণশোষণ—Healing of sores
১ শরাসন—Bow
৪ শান্তরসাস্পদ—Where perfect mental quietude reigns ; Peaceful.
৪২ শান্তিজলপূর্ণ...Full of soothing propitiatory water
৫৭ শিষ্টাচার পরম্পরা...Mutual greetings
৪৫ শূন্যহৃদয়া...With vacant mind ; Absent-minded
১৮ শূল্য মাংস...Meat roasted on spits

২১ শ্রবণোন্মুখ...Eager to hear
৩৩ সতৃষ্ণ নয়নে...With wistful eyes
৭৮ সৎকার...Honour
২০ সন্ধিবন্ধ...Tendon ; Nerve
১ সমভিব্যাহারে...Accompanied by
১৩ সমাধিভঙ্গ...Interruption of meditation
৩৯ সম্ভাষণ মাত্র পরিচিত... Known only in formal conversation
৬৪ সর্ব্বতোমুখী...In every respect
৫৪ সহকার মঞ্জরী...Mango blossoms
৫ সহোদর-স্নেহ...Fraternal affection
৬৬ সিদ্ধপুরুষেরা...Sages ; Saints
৪২ সুরভি...Fragrant ; Emitting sweet smell
৩ সূত...Charioteer
৬৭ স্ত্রীবেশে...In the guise of a woman
৮৯ স্মৃতি-ভ্রংশ...Slip of memory
৬৩ স্বেচ্ছাচারিণী...Harlot
৮৬ হস্তগ্রহ...Hold.

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত।

সুদীর্ঘ ভূমিকা ও বিশদ পরিশিষ্ট সমেত প্রাচীন ও অধুনা পরলোকগত যাবতীয় (চতুর্দ্দশ শতাধিক) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্র সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ছাপা, কাগজ ও চিত্র সুন্দর। কি সুধীসমাজ, কি সংবাদ পত্র, সর্ব্বত্রই বহুল প্রশংসিত। ১১শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্ট নয় খণ্ড যন্ত্রস্থ—অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪॥৹ টাকা।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যাঁহারাই বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই উৎকৃষ্ট রচনাবলীসহ, জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত, বঙ্গভাষায় রচিত অসংখ্য গান ও প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী এবং বিবিধ প্রকার রচনা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়া ইহাকে মহিমান্বিত ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তৎসমুদয় হইতে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রবৃন্দের ইহা নিত্যসহচর হওয়া উচিত। মাত্র কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত হইল :—

অনারেবল্‌ জষ্টিস্‌ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্‌ এ, বি এল্‌—'আপনার পরিশ্রমে একখানি সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য আলোকিত করিতেছে।'

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,—* ইহা বঙ্গসাহিত্যের চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা পাইবে।

প্রবাসী—'এ প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম।' (১৩১৪)

নব্যভারত—'যে রত্ন সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,'রতন' লাইব্রেরী, বীরভূম;—এই ঠিকানায় লইলে পোষ্টেজ লাগে না।